East West University
EAST WEST
LIBRARY
43, Mohakhali, C/A

সমকাল
১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯
পৃষ্ঠা — ৫
শ্রেণীসংখ্যা – ০৭০.৪০৮

সোয়াইন ফ্লু

মুনীরউদ্দিন আহমদ

অযথা আতঙ্ক নয়

সমকাল ১০/৯/০৯ পৃষ্ঠা: ৫

সোয়াইন ফ্লু নিয়ে বাংলাদেশে বেশ বড় ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, দেশে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা মোট তিন শয়ের মতো। বাংলাদেশে কিছুদিন আগে একজন রোগীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে সোয়াইন ফ্লু বা 'এইচ১এন১' ভাইরাসকে দায়ী করা হয়েছে। আমি স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহমুক্ত হতে পারি না, সেই রোগী আসলে এইচ১এন১ ভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছে, না তার আরও অন্যান্য শারীরিক জটিলতা ছিল। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না, এইচ১এন১ ভাইরাসের উৎপত্তি ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু মহামারীর জন্য দায়ী ভাইরাসের রূপান্তরিত সংস্করণ থেকে। এ ভাইরাস রূপান্তরিত হয়েছে জেনেটিক মিউটেশন বা জিন বদলাবদলির মাধ্যমে। ভাইরাস প্রতিনিয়তই মিউটেশনের মাধ্যমে অন্য ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ওষুধ বা প্রতিষেধক কোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর হওয়ার কথা নয়। এ ভয় থেকেই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, ওষুধ উদ্ভাবনের আগেই লাখ লাখ মানুষ এসব ভাইরাসের কারণে মারা যেতে পারে। কিন্তু আসলে ঘটেছিল অন্য ঘটনা। কিছুদিন আগে বিজ্ঞানীরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ১৯১৮ সালের মহামারীতে ৪ থেকে ৫ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল স্ট্রেপ সংক্রমণ। ফ্লুতে আক্রান্ত যে কোনো মানুষ অতি সহজেই স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মরণঘাতী এ ব্যাকটেরিয়া ও ফ্লু ভাইরাস মিলে দেহে 'সুপার ইনফেকশন' তৈরি করে, যার কারণে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হতে পারে। ১৯১৮ সালে এত মানুষের মৃত্যুর মূল কারণ হিসেবে এ ব্যাকটেরিয়াকে দায়ী করা হচ্ছে, শুধু ভাইরাসকে নয়। ভাইরাসের বিরুদ্ধে ওষুধ কার্যকর না হলেও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বে বর্তমানে অসংখ্য কার্যকর ওষুধ রয়েছে, যার মাধ্যমে যে কোনো মহামারী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। যে রোগীটি বাংলাদেশে মারা গেল, তিনি কোনো ফ্লুতে আক্রান্ত ছিলেন কি-না এবং তার দেহে স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া সংক্রমণের কারণে 'সুপার ইনফেকশন' তৈরি হয়েছিল কি-না, আমরা তা জানি না। আপনারা শুনে আশ্বস্ত হবেন, পৃথিবীজুড়ে সোয়াইন ফ্লুর প্রকোপ কমে গেছে গত কয়েক সপ্তাহে। মৃত্যু হারও কমে আসছে। আশা করা যাচ্ছে, সোয়াইন ফ্লুর প্রকোপ ও মৃত্যু হার সামনে আরও কমে আসবে। ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা নিয়ে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা মুশকিল। তারপরও ধারণা করা যেতে পারে, কিছুদিন পর সোয়াইন ফ্লুর জন্য দায়ী এইচ১এন১ ভাইরাস মিউটেশনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে অন্য ভাইরাসের জন্ম দিতে পারে, যা হয়তো অন্য এক ধরনের ফ্লুর উৎপত্তি ঘটাবে। বার্ড ফ্লু নিয়ে সারাবিশ্বে কত বড় তোলপাড় হয়ে গেল। শত শত কোটি পোলট্রি ধ্বংস করা হলো, শত-সহস্র কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হলো। প্রিয় পাঠক, একবার ভাবুন তো– বার্ড ফ্লুতে সারাবিশ্বে বাস্তবে কত মানুষ মারা গেছে আর কত মানব মারা যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। ধারণার তুলনায় বিশ্বে অতি অল্পসংখ্যক মানুষই মারা গেছে। সোয়াইন ফ্লুর আবির্ভাবের পর থেকে এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে মাত্র হাজারখানেক মানুষ মারা গেছে। অথচ জানুয়ারি থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত শুধু যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ফ্লুতে মারা গেছে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ। সোয়াইন ফ্লু নিয়ে এত হইচই, এত আতঙ্ক, অথচ সাধারণ ফ্লু নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার ধারণা, সোয়াইন ফ্লু কমন ফ্লু বা বার্ড ফ্লুর মতোই এক সময় সাধারণ ফ্লু হয়ে যাবে, যা নিয়ে কেউই হয়তো এত মাথা ঘামাবে না। সোয়াইন ফ্লু নতুন এবং এই ফ্লু নিয়ে আমাদের বেশি ধারণা নেই বলে এর প্রভাব নিয়ে আমরা অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আসলে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগী আপনাআপনিই ভালো হয়ে যায়। এর জন্য ওষুধের দরকার হয় না। বাংলাদেশে ২৭৫ রোগীকে এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এরা সবাই সতর্কতা ও নিয়ম মেনে চললে এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্তের হার আর মৃত্যুর হারে কোনো সামঞ্জস্য নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বহু রোগী সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়া

সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যে আপনাআপনিই ভালো হয়ে গেছে। যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা শুধু এইচ১এন১ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে– এটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এমনও হতে পারে তাদের অনেকেরই অন্যান্য শারীরিক জটিলতা বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ছিল।

আর ওষুধ বা প্রতিষেধক নেবেন? কোন ওষুধ বা প্রতিষেধক নেবেন? আপনারা কী মনে করেন সোয়াইন ফ্লুতে প্রদত্ত ওষুধ বা প্রতিষেধক নিরাপদ? মোটেই নয়। বিজ্ঞানীরা ইদানীং বলছেন, সোয়াইন ফ্লুর চেয়ে এর ভ্যাকসিন আরও ভয়ঙ্কর। আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, সোয়াইন ফ্লুর ঘটনা নতুন নয়। ১৯৭৬ সালেও বিশ্বব্যাপী সোয়াইন ফ্লু মহামারীর আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল। কিন্তু মহামারী বাস্তবে রূপ নেয়নি, লাখ লাখ মানুষও মৃত্যুবরণ করেনি। সেই সময় মহামারী প্রতিরোধে লাখ লাখ মানুষকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছিল। এ পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন প্রয়োগ করার কয়েক মাসের মধ্যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে বহু মানুষ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়। মারাও গিয়েছিল অনেক মানুষ। এ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও মৃত্যুর জন্য ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক কোম্পানিকে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল।

গত ১৫ আগস্ট ডেইলি মেইল পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে জো ম্যাককারলেনের এক নিবন্ধ পড়ে আতঙ্কিত হলাম। যুক্তরাজ্য সরকার এক গোপনীয় চিঠিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় স্নায়ু বিশেষজ্ঞদের জানিয়েছেন, নতুন সোয়াইন ফ্লু টিকা মরণঘাতী স্নায়ুতন্ত্রের রোগের সৃষ্টি করতে পারে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারের হেলথ প্রোটেকশন এজেন্সি কর্তৃক এ গোপনীয় চিঠি মেইল পত্রিকার কাছে ফাঁস হয়ে যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে লাখ লাখ শিশুসহ অসংখ্য মানুষকে টিকা দেওয়ার আগে কেন এ সংবাদ জনগণকে জানানো হয়নি– তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এইচপিএর কাছে। এ চিঠির মাধ্যমে নিউরোলজিস্টদের জানানো হয়, সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে রোগীদের মধ্যে জুইলেইন-বার সিনড্রোম নামে এক মরণঘাতী রোগের সৃষ্টি হতে পারে। এ রোগের কারণে স্নায়ুর আস্তরণের গুরুতর সমস্যার ফলে প্যারালাইসিসসহ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে রোগী মারা যেতে পারে। ২৯ জুলাই এ চিঠি ৬০০ স্নায়ু বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়। এ গোপনীয় চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা সোয়াইন ফ্লু ভ্যাকসিন ব্যবহার এবং তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অতিমাত্রায় সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। সোয়াইন ফ্লু মোকাবেলায় এর উপসর্গগুলো আমাদের জানতে হবে। এ ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গগুলো হলো– একশ' ডিগ্রির ওপর জ্বর, কাশি, গলাব্যথা ও নাক দিয়ে পানি ঝরা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, ডায়রিয়া অথবা বমি, ক্ষুধামন্দা, পিটে ব্যথা, আলস্য বা শারীরিক জড়তা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে সোয়াইন ফ্লু আর কমন ফ্লুর উপসর্গগুলো মোটামুটি একই রকম। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাসের ধরন নির্ণয় করলে বোঝা যাবে রোগী কোন ফ্লুতে ভুগছে। ফ্লুর মতো কোনো রোগে আক্রান্ত হলেই আপনাকে ঘরে বিশ্রাম নিতে হবে কম করে হলেও জ্বর না সারা পর্যন্ত। তবে জ্বর সারানোর জন্য কোনো ওষুধ দরকার হয় না। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অন্যান্য মেডিকেল চেকআপ বা চিকিৎসার জন্যই বাইরে যাওয়া যাবে। হাঁচি বা কাশির সময় মুখে-নাকে রুমাল বা টিসু চাপা দিন। ব্যবহারের পর টিসু ডাস্টবিনে ফেলুন এবং রুমাল ধুয়ে ফেলুন সাবান দিয়ে, হাঁচি বা কাশির পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলুন। হাত দিয়ে চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করবেন না। এসব অভ্যাসের কারণে জীবাণু ছড়ায়। রোগাক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে যাবেন না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আলাদা রাখুন। ফ্লুর রোগীকে বাইরে যেতে হলে সর্বক্ষণ মাস্ক পরে থাকতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে কেউ ফ্লুতে আক্রান্ত হলে মাস্ক পরা ছাড়া বাইরে যায় না। এভাবে মাস্ক পরলে অন্যরা সংক্রমিত হয় না। ফ্লুতে আক্রান্ত হলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সভা-সমিতি, জনসমাবেশ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। সবচেয়ে দরকারি কথা হলো, সব ধরনের রোগের বিরুদ্ধে বিশেষ করে সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে সচেতনতা। নিতে হবে যথাযথ পদক্ষেপ। তাহলে আমরা আশা করি সুস্থ থাকব।

drmuniruddin@yahoo.com

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : প্রো-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়